বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়।
৮৩-৮৫,মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০
ঋণ আদায় বিভাগ।

ফোনঃ ০২২২৩৩৮৩১৬৫
Email:
dgmrecovery@krishibank.org.bd

প্রকা/আদায়-২(১)/ অবলোপন /২০২৩-২০২৪/১৪৮ তারিখ ঃ ২৯-০৮-২০২৩খ্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

ই-মেইলযোগে

বিষয় ঃ ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (write off) নীতিমালা।

প্রিয় মহোদয়

শিরোণামের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৯ ও ০১/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে ০৬/০২/২০১৯ ও ০৫/০১/২০২৩ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো (কপি সংযুক্ত) ।

০২। ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যথাযথ পর্যালোচনা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাহক/প্রকল্প নির্বাচন, ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন ও মঞ্জুরী পরবর্তী সময়ে নিবিড় মনিটরিং সত্ত্বেও বিদ্যমান বিবিধ ঝুঁকির কারণে কিছু ঋণ আদায় দীর্ঘমেয়াদে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিরূপভাবে শ্রেণিকৃত ঋণ দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী থাকায় ব্যাংকের স্থিতিপত্র অনাবশ্যক স্ফীত হয় বিধায় নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এসকল মন্দ ঋণ অবলোপন করা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা, আইনী কাঠামো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন এর বিষয়ে উল্লিখিত সার্কুলারদ্বয় অনুযায়ী বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

ক। অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ চিহ্নিতকরণঃ

যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বকেয়া দীর্ঘদিন আদায় বন্ধ রয়েছে ও নিকট ভবিষ্যতে কোনরূপ আদায়ের সম্ভাবনাও নেই এবং যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব একাদিক্রমে ০৩(তিন) (৩০ জুন সূত্র তারিখে) বছর মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন করা যাবে। তবে, মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ হিসাব ঋণ-শ্রেণিমান নির্বিশেষে ও অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলাযোগ্য না হলে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে ঋণ অবলোপন করা যাবে। তবে একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপার্জনক্ষম উত্তরসূরী রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ অবলোপনের অন্যান্য সকল নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

খ। ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন পদ্ধতিঃ

১) অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ এর বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) নিয়মানুগভাবে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ, ব্যাংক নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায়ে সমর্থ না হলে উক্ত ঋণ হিসাবে অবলোপন করা যাবে।

২) অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে। তবে, কৃষি এবং সিএমএসএমই ঋণসহ অন্যান্য খাতের ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের জন্য বাছাইকৃত ক্ষুদ্র অংকের ঋণের ক্ষেত্রে মামলা খরচ ঋণস্থিতি বিবেচনায় প্রায়শঃই অধিক হয় বিধায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র অংকের ঋণ অবলোপনের আবশ্যকতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে ঋণ অবলোপন করা যাবে।

৩) অবলোপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের স্থিতি হতে রক্ষিত স্থগিত সুদ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ঋণস্থিতির সমপরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষিত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অবলোপনের জন্য চিহ্নিত প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশন পর্যাপ্ত না হলে ব্যাংকের চলতি বছরের আয় খাত বিকলন করে অবশিষ্ট প্রভিশন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪) কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব আংশিকভাবে অবলোপন করা যাবে না।

৫) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন করা যাবে না।

চলমান পাতা-০২

গ। অবলোপন-পরবর্তী আদায় কার্যক্রমঃ

১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৮(ক) ধারা অনুযায়ী অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর ব্যাংকের দাবী বহাল থাকবে। অবলোপন-পরবর্তী সময়ে উক্ত অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

২) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের জন্য বিদ্যমান debt collection unit (ক্রেডিট পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল-২০১৯ এর অনুচ্ছেদ নং ২৫.১০) এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা কিংবা অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং ০২/২০১৫ এর আলোকে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা যাবে।

ঘ। অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব রিপোর্টিং পদ্ধতিঃ

১) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৩৮ ধারায় বর্ণিত তফসিলের "আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির নির্দেশনা" অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে।

২) খেলাপী ঋণগ্রহীতার ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো(সিআইবি)-তে BLW হিসেবে যথারীতি রিপোর্ট করতে হবে।

৩) ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৪/২০১২ তারিখঃ ২৫/০১/২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW portal ব্যবহার করে T_PS_Q_LNREC_RECOVERY টেমপ্লেট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

ঙ। অন্যান্য বিধি-নিষেধঃ

১) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। শুধুমাত্র Exit Plan এর আওতায় এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব এর পরিশোধসূচী নির্ধারণ করা যাবে। তবে, উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে অত্র পত্রের ২(ঘ) এর ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

২) ব্যাংকের পরিচালক বা প্রাক্তন পরিচালক অথবা পরিচালক থাকাকালীন সময়ে ঐ ব্যক্তির নিজের/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭(২) ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী) নামে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩) এই নীতিমালা জারির দ্বারা এতদসংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন নীতিমালা জারী করা হলো। উল্লেখ্য, অবলোপন প্রস্তাব প্রস্তুতকরণে "পরিশিষ্ট ক ও খ" এবং এতদসংক্রান্ত হিসাবায়নে ক্রেডিট পলিসি এন্ড অপারেশন ম্যানুয়েল-২০১৯ এর পরিচ্ছেদ-২৫ পরিপালনীয় হবে ।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৯।০৮।২৩ ইং

(মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ফকির)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

প্রকা/আদায়-২(১)/ অবলোপন /২০২৩-২০২৪/১৪৮

তারিখ ঃ ২৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, মিরপুর , ঢাকা।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/ সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অত্র পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি।
০৭। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি ।
০৮। নথি

২৯.০৮.২০২৩

(আবু জাফর মোহাম্মদ মহিউদ্দিন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১

তারিখ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৩ / ২১ পৌষ ১৪২৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (write off) নীতিমালা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

২। সূত্রোক্ত সার্কুলারের ০২(খ) অনুচ্ছেদে অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে আগাম আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তবে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে টাঃ ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ টাকা) পর্যন্ত যে কোন অংকের অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ আদালতে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে উক্ত সার্কুলারের ২(গ) এ বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে অবলোপন করা যাবে মর্মেও নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩। এক্ষণে, কৃষি (Agriculture) এবং সিএমএসএমই (CMSME) ঋণসহ অন্যান্য খাতের ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের জন্য বাছাইকৃত ক্ষুদ্র অংকের ঋণের মামলা খরচ ঋণস্থিতি বিবেচনায় প্রায়শই অধিক হয় বিধায় এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে যে, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে টাঃ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত ক্ষুদ্র অংকের ঋণ অবলোপন করার আবশ্যকতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে অবলোপন করা যাবে। তবে, অন্যান্য বিষয়ে বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১/২০১৯ এ বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৪। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ তাদের প্রদত্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৬। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মাকসুদা বেগম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১

তারিখ ঃ **০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯** / **২৪ মাঘ, ১৪২৫**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (write off) নীতিমালা।

ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলোর ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। যথাযথ পর্যালোচনা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে গ্রাহক/প্রকল্প নির্বাচন, ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন ও মঞ্জুরী-পরবর্তী সময়ে নিবিড় মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ-এর বকেয়া নিয়মিত আদায়করতঃ হিসাবের গুণগত মান বজায় রাখা প্রয়োজন। এতদসত্ত্বেও বিদ্যমান বিবিধ ঝুঁকির কারণে অনেক সময় ব্যাংকগুলোর ঋণ/বিনিয়োগ-এর একটি অংশের আদায় দীর্ঘমেয়াদে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী এ সকল হিসাব বিরূপ শ্রেণীকৃত বলে গণ্য হয় এবং এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে সংস্থান (Provision) সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায়, দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী থাকার পরও ব্যাংকগুলোকে ঐসকল ঋণ/বিনিয়োগ স্থিতিপত্রে প্রদর্শন করতে হয়। এর ফলে ব্যাংকের স্থিতিপত্রের আকার অনাবশ্যক স্ফীত হয়। এ প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ঐ সকল মন্দ ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (Write off) করা হয়, যা একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি। অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ চিহ্নিতকরণ, অবলোপন পদ্ধতি, অবলোপন-পরবর্তী আদায় কার্যক্রম, অবলোপনকৃত হিসাবসমূহ ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) তে রিপোর্টিংসহ অবলোপন প্রক্রিয়ার বিষয়ে ইতোপূর্বে বিআরপিডি সার্কুলার নং ০২/২০০৩, ডিওএস সার্কুলার নং-০১/২০০৪ এবং বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৩/২০১৩ জারি করা হয়েছিল।

এমতাবস্থায়, দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা, আইনী কাঠামো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ-এর অবলোপন বিষয়ে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে ঃ

০১। অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ

যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বকেয়া দীর্ঘদিন আদায় বন্ধ রয়েছে ও নিকট-ভবিষ্যতে কোনরূপ আদায়ের সম্ভাবনাও নেই এবং যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব একাদিক্রমে ০৩ (তিন) বছর মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত রয়েছে এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব ব্যাংকসমূহ অবলোপন করতে পারে। তবে, ব্যাংক নিজস্ব বিবেচনায় মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব ঋণ-শ্রেণীমান নির্বিশেষে ও অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলাযোগ্য না হলে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে অবলোপন করতে পারবে। তবে একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপার্জনক্ষম উত্তরসূরী রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের অন্যান্য সকল নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

০২। ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন পদ্ধতি ঃ

ক) অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ এর বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) নিয়মানুগভাবে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ, ব্যাংকে নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায়ে সমর্থ না হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের আওতায় আসবে।

খ) অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে। তবে ক্ষুদ্র অংকের ঋণের ক্ষেত্রে মামলা করতে হলে মামলা খরচের পরিমাণ প্রায়শই ঋণাংকের চেয়ে বেশী হয়ে যায় বিধায় অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত যে কোন অংকের অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ আদালতে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে অত্র সার্কুলারের ২(গ) এর নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে অবলোপন করা যাবে।

চলমান পাতা/০২

গ) অবলোপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের স্থিতি হতে রক্ষিত স্থগিত সুদ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ঋণস্থিতির সমপরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষিত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অবলোপনের জন্য চিহ্নিত প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশন পর্যাপ্ত না হলে ব্যাংকের চলতি বছরের আয় খাত বিকলন করে অবশিষ্ট প্রভিশন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব আংশিকভাবে অবলোপন করা যাবে না।

ঙ) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন করা যাবে না।

০৩। অবলোপন-পরবর্তী আদায় কার্যক্রম ঃ

ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৮(ক) ধারা অনুযায়ী অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ-এর উপর ব্যাংকের দাবী বহাল থাকবে। ব্যাংক কোম্পানী অবলোপন-পরবর্তী সময়ে উক্ত অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে।

খ) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের জন্য প্রত্যেক ব্যাংকে পৃথক debt collection unit গঠন করতে হবে।

গ) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা কিংবা অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৫ এর আলোকে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা যাবে।

০৪। অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব রিপোর্টিং পদ্ধতি ঃ

ক) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৩৮ ধারায় বর্ণিত তফসিলের 'আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির নির্দেশনা' অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে।

খ) খেলাপী ঋণগ্রহীতার ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে BLW হিসেবে যথারীতি রিপোর্ট করতে হবে।

গ) ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪/২০১২ তারিখঃ ২৫/০১/২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW portal ব্যবহার করে T_PS_Q_LNREC_RECOVERY টেমপ্লেট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

০৫। অন্যান্য বিধি-নিষেধ ঃ

ক) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। শুধুমাত্র Exit Plan এর আওতায় এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব এর পরিশোধসূচী নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে অত্র সার্কুলারের ৪(খ) এ বর্ণিত নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

খ) ব্যাংকের পরিচালক বা প্রাক্তন পরিচালক বা পরিচালক থাকাকালীন সময়ে ঐ ব্যক্তির নিজের/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭(২) ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী) নামে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

গ) এই নীতিমালা জারির দ্বারা এতদসংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এ,কে,এম, আমজাদ হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০২৫২

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

.....................শাখা

পরিশিষ্ট- "ক"

বিষয় ঃ মেসার্স...নামীয় ঋণের অবলোপন প্রস্তাব।

ঋণ হিসাব নং- ঃ

০১। **ভুমিকা** ঃ

০২। **প্রকল্পের নাম ও অবস্থান** ঃ

০৩। **মালিকানার ধরণ** ঃ

০৪। **ঋণ গ্রহীতা/উদ্যোক্তাদের নাম ও ঠিকানা**

ক্রঃ নং	নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা		পদবী	শেয়ার
		স্থায়ী	বর্তমান		

০৫। **ক)** ঋণ মঞ্জুরী ঃ

ঋণের ধরণ	**ঋণ মঞ্জুরীর তারিখ**	**ঋণ সীমা/ পরিমাণ**	**মঞ্জুরীকারী কর্তৃপক্ষ**
ক) প্রকল্প ঋণ			
খ) চলতি মুলধন ঋণ /নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব একচেঞ্জ ঋণ মঞ্জুর/ অন্যান্য /সর্বশেষ নবায়ন			
মোট ঃ			

খ) ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	তারিখ	পরিমাণ	সুদের হার
ক) প্রকল্প ঋণ			
খ) চলতি মুলধন ঋণ /নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব একচেঞ্জ ঋণ বিতরণ/অন্যান্য / সর্বশেষ নবায়ন			
মোট ঃ			

০৬। **ঋণ পরিশোধ সুচী (মূল মঞ্জুরী পত্র মোতাবেক)** ঃ

ক) প্রকল্প ঋণ ঃ

খ) চলতি মুলধন ঋণ/নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব এক্সচেঞ্জ/অন্যান্য ঋণ ঃ

০৭। **ঋণের উদ্দেশ্যে ঃ**

০৮। **বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ** (সম্পত্তির পরিমাণ এবং যে এলাকায় অবস্থিত তার মৌজা, ইউনিয়ন, থানা/পৌরসভা ও জেলার নাম বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে।)

ক) **প্রকল্প ও বন্ধকী সম্পত্তি ঃ**

	সম্পত্তির বিবরণ	পরিমাণ/ আয়তন/ সংখ্যা	সম্পত্তির অবস্থান (মৌজা,ইউনিয়ন, থানা/ পৌরসভা ও জেলার নামসহ)	গৃহীত মুল্য (এমসিএল)	বর্তমান বাজারমূল্য	**তাৎক্ষণিক বাজার মুল্য** (বর্তমান বাজারমূল্য যাচাই অন্তে তাৎক্ষণিক বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে হবে)
(১)	প্রকল্প ভুমি					
(২)	প্রকল্প ভবন					
(৩)	প্রকল্প যন্ত্রপাতি					
(৪)	অন্যান্য					
৫)	প্রকল্প বহির্ভূত অন্যান্য জামানত					
	মোট					

পরবর্তী পাতা-০২

খ) প্রকল্প সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা

(১) প্রকল্প সম্পত্তি বর্তমানে দখলে আছে কিনা ? ঃ

(২) প্রকল্পের জামানতি সম্পত্তি বিক্রি হয়ে থাকলে টাকা ব্যাংকে জমা হয়েছে কি-না ?(জমার তারিখ ও টাকার পরিমাণ) ঃ

(৩) দুর্যোগের কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সময়কাল (তারিখসহ) ঃ

(৪) টাকা জমা না হয়ে থাকলে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ? ঃ

০৯। জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও আর্থিক অবস্থা ঃ

১০। ঋণগ্রহীতাদের জামানত বহির্ভূত অন্যান্য সম্পত্তি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ঃ

১১। রুগ্নতার কারণ ঃ

১২। ঋণ আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ (ঋণ গ্রহীতার সাথে সর্বশেষ পত্রযোগাযোগ/নোটিশের কপি সংযুক্ত করুন)ঃ

১৩। মামলা দায়ের করা হয়ে থাকলে তার বিবরণসহ সর্বশেষ অবস্থা

ক) মামলা দায়েরের তারিখ ও মামলা নং	ঃ	
খ) আদালতের নাম	ঃ	
গ) মোট দাবীর পরিমাণ (মামলা দায়েরের তারিখ পর্যন্ত)	ঃ	
১. আসল	ঃ	
২. আরোপিত সুদ	ঃ	
৩. অনারোপিত সুদ	ঃ	
৪. মামলা খরচ	ঃ	
৫. অন্যান্য খরচ	ঃ	
মোট	ঃ	

ঘ) মামলা দায়েরের পর থেকে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ঃ

ঙ) মামলার রায় হয়ে থাকলে রায়ের তারিখ, ডিক্রিকৃত টাকার পরিমাণ এবং রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

চ) জারী মামলা দায়েরের তারিখ ও দাবীর পরিমাণ ঃ

ছ) ঋণগ্রহীতা/ব্যাংক কর্তৃক আপীল দায়ের করা হলে আপীল দায়েরের তারিখ ও মামলা নং ঃ

জ) ঋণগ্রহীতা ব্যাংকের বিরুদ্ধে রীট মামলা দায়ের করে থাকলে ঃ

১. রীট মামলা নং ঃ

২. রীট মামলা দায়ের করার তারিখ ঃ

৩. রীট মামলার বর্তমান অবস্থা ঃ

ঝ) মামলার সর্বশেষ অবস্থা ঃ

১৪। মামলা দায়ের করা না হলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ ঃ

পরবর্তী পাতা-০৩

১৫। **ক)** নিরীক্ষা/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী /বিতরণে কোন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকলে তার বিবরণঃ ঃ

খ) অভিযুক্ত/দায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর (যদি থাকে) বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ ঃ

১৬। ঋণ হিসাবের অবস্থা (প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত)

.... তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবের অবস্থা (প্রকৃত টাকায়) ঃ				
বিবরণ	পাওনার বিভাজন	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	অনাদায়ী স্থিতি (লেজার ব্যালেন্স)
১) আসল				
২) আরোপিত সুদ(------------ তারিখ পর্যন্ত)ঃ **(ক) আয় খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ**				
(খ) ৫২-স্থগিত খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
৩) অনারোপিত সুদ----------- -----------থেকে ----------------------পর্যন্ত **(প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত)**				
৪) অন্যান্য খরচ(কোর্ট ফি, লিগ্যাল চার্জ, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি)				
সর্বমোট ঃ				
**** ঋণ অবলোপন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে ঋণ হিসাবের সকল হিসাবায়ন নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করতে হবে।****				

১৭। ঋণের ষ্ট্যাটাস (৩০ জুন ভিত্তিক) ঃ

১ম মন্দ/ক্ষতিজনক মানে চিহ্নিত (সূত্র তারিখ) ঃ

একাদিক্রমে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিবিন্যাসিত থাকার সময়কাল ঃ

১৮। ঋণের বিপরীতে প্রভিশন ঃ

ক) যোগ্য জামানতের মূল্য ঃ

খ) ৫২ স্থগিত সুদের পরিমাণ ঃ

গ) সংরক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ঃ

১৯। নদী ভাংগনে সম্পত্তি বিলীন হওয়া সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক) কখন বিলীন হয়েছে ঃ

খ) শাখা কর্তৃক নদী ভাংগন সম্পর্কে নিশ্চায়ন ঃ
(তহশিল অফিস হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক সংযুক্ত করতে হবে)

২০। ঋণগ্রহীতা/নিশ্চয়তাকারী স্থান ত্যাগ (মাইগ্রেটেড) করে থাকলে শাখা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও ফলাফল ঃ

২১। ঋণটি বেনামী/জালিয়াতি হয়ে থাকলেঃ

ক) কেসটি পুলিশ/দুদকে পাঠানো হয়েছে? পাঠানো হলে বর্তমান অবস্থা ঃ

খ) দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণী ঃ

২২। সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

২৩। সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ ঃ

পরবর্তী পাতা-০৪

২৪। ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি বা অন্য কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়ে থাকলে তার বিবরণঃ

২৫। ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশগণের নাম, ঠিকানা, তাদের আর্থিক অবস্থা/সম্পদ, পরিসম্পদের অবস্থা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা (ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার মৃত্যুর তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে)ঃ

২৬। সরেজমিনে তদন্তে ঋণ অবলোপনের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত এবং সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৭। ঋণ অবলোপন নীতিমালার আলোকে শাখা ব্যবস্থাপকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৮। আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক প্রধানের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৯। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

পরিশিষ্ট- " খ"

.....................শাখা

বিষয় ঃ কৃষি ঋণসহ অন্যান্য ঋণের অবলোপন প্রস্তাব (প্রকল্প ঋণ /চলতি মুলধন ঋণ /নগদ পুঁজি ঋণ/বিল অব এক্সচেঞ্জ ঋণ ব্যতীত)।

০১। **ঋণ গ্রহীতা/গ্রহীতাগণের নাম ও ঠিকানা** ঃ

০২। **ঋণ কেস নং** ঃ

০৩। **ঋণের বিবরণঃ**

ক) ঋণের উদ্দেশ্য ঃ

খ) প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ঃ

গ) প্রদানের তারিখ/সর্বশেষ নবায়নের তারিখ ঃ

ঘ) ঋণ মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষের নাম ঃ

০৪। **ঋণের ধরণ (সিকিউরিটি/হাইপোথিকেশন)** ঃ

০৫। **ঋণ হিসাবের অবস্থা** (প্রস্তাব প্রেরণের মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত)

.... তারিখ পর্যন্ত ঋণ হিসাবের অবস্থা (প্রকৃত টাকায়) ঃ				
বিবরণ	পাওনার বিভাজন	আদায়	মেয়াদোত্তীর্ণ	অনাদায়ী স্থিতি (লেজার ব্যালেন্স)
১) আসল				
২) আরোপিত সুদ(------------ তারিখ পর্যন্ত)ঃ (ক) আয় খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
(খ) ৫২-স্থগিত খাতে স্থানান্তরিত সুদের পরিমাণ				
৩) অনারোপিত সুদ----------- -----------থেকে ----------------------পর্যন্ত				
৪) অন্যান্য খরচ(কোর্ট ফি, লিগ্যাল চার্জ, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি)				
সর্বমোট ঃ				
**** ঋণ অবলোপন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে ঋণ হিসাবের সকল হিসাবায়ন নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করতে হবে।****				

০৬। **ঋণের ষ্টাটাস ঃ**

১ম মন্দ/ক্ষতিজনক মানে চিহ্নিত (সূত্র তারিখ) ঃ

একাদিক্রমে মন্দ ও ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিবিন্যাসিত থাকার সময়কাল ঃ

০৭। **সিকিউরিটি ঋণের ক্ষেত্রে জামানতী/বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণঃ**

ক) সম্পত্তিঃ ১) জমির পরিমাণ ঃ

২) ভবন ঃ

৩) অন্যান্য ঃ

খ) সম্পত্তির অবস্থান ঃ

গ) গৃহীত মুল্য (এমসিএল) ঃ

ঘ) বর্তমান বাজার মূল্য ঃ

ঙ) তাৎক্ষনিক বাজার মূল্য (বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই অন্তে তাৎক্ষণিক বাজার মূল্য নির্ধারণ) ঃ

চ) বর্তমান অবস্থা ঃ

০৮। **মামলার অবস্থা (যদি হয়ে থাকে)ঃ**

ক) আদালতের নাম ঃ

খ) মামলা নং ও দায়েরের তারিখ ঃ

গ) মামলার সর্বশেষ অবস্থা ঃ

ঘ) মুল দাবীর পরিমাণ ঃ

১) আসল ঃ

২) আরোপিত সুদ ঃ

৩) অনারোপিত সুদ ঃ

৪) অন্যান্য খরচ ঃ

মোটঃ ঃ

ঙ) মামলা দায়েরের পর আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ঃ

চ) কোর্ট কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

চলমান পাতা-০২

০৯। উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন রীট পিটিশন দায়ের করেছেন কিনা? (করা থাকলে রীট নম্বর, দায়েরের তারিখ ও বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করুন) ঃ

১০। মামলা দায়ের করা না হলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ ঃ

১১। রুগ্নতার কারণ ঃ

১২। ঋণগ্রহীতার বর্তমান অবস্থা (খাতকের অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তথ্যসহ) ঃ

১৩। জামিনদাতার নাম, ঠিকানা ও আর্থিক অবস্থা ঃ

১৪। ঋণ আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ (ঋণ গ্রহীতার সাথে সর্বশেষ পত্র যোগাযোগ/ নোটিশের কপি সংযুক্ত করুন) ঃ

১৫। ক) নিরীক্ষা/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরী /বিতরণে কোন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

খ) অভিযুক্ত/দায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর (যদি থাকে) বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ ঃ

১৬। ঋণের বিপরীতে প্রভিশন ঃ-

ক) যোগ্য জামানতের মূল্য ঃ

খ) ৫২ স্থগিত সুদের পরিমাণ ঃ

গ) সংরক্ষিত প্রভিশনের পরিমাণ ঃ

১৭। নদী ভাংগনে সম্পত্তি বিলীন হওয়া সংক্রান্ত তথ্য ঃ-

ক) কখন বিলীন হয়েছে ঃ

খ) শাখা কর্তৃক নদী ভাংগন সম্পর্কে নিশ্চায়ন ঃ
(তহশিল অফিস হতে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক সংযুক্ত করতে হবে)

১৮। ঋণগ্রহীতা/নিশ্চয়তাকারী স্থান ত্যাগ (মাইগ্রেটেড) করে থাকলে শাখা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও ফলাফল ঃ

১৯। ঋণটি বেনামী/জালিয়াতি হয়ে থাকলেঃ

ক) কেসটি পুলিশ/দুদকে পাঠানো হয়েছে? পাঠানো হলে বর্তমান অবস্থা ঃ

খ) দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণী ঃ

২০। সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

২১। সুদ মওকুফ/পুনঃতফসিল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ ঃ

২২। ঋণ গ্রহীতার বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়ে থাকলে তার বিবরণ ঃ

২৩। ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশগণের নাম, ঠিকানা, তাদের আর্থিক অবস্থা/সম্পদ, পরিসম্পদের অবস্থা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা (ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার মৃত্যুর তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে) ঃ

২৪। সরেজমিনে তদন্তে ঋণ অবলোপনের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত এবং সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৫। ঋণ অবলোপন নীতিমালার আলোকে শাখা ব্যবস্থাপকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ **উল্লেখসহ**) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৬। আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক প্রধানের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)

২৭। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সুপারিশ (মোট টাকার পরিমাণ উল্লেখসহ) ঃ

স্বাক্ষর
(নামের সীলমোহরসহ)